carry it out alone.

The Prime Minister said that all political parties and the civil society had a vital role to play in carrying out the reform programme and she hoped that everybody would come forward to play his due role". The reason is that people's support and national concensus are the preconditions for the successful implementation of the reform pro-

64

ইনকিলাব

তারিখ ... MAR. 1 7 1999 ... ...
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2 ......

'আদমজী মানেই সন্ত্রাসের ডিপো ঃ লাশ আর লাশ'

সকলের সহযোগিতা পেলে শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে পারি

—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার ঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বঙ্গবন্ধু চেয়ার' উদ্বোধন করে বলেছেন, আমাদের দেশের বড় সমস্যা দারিদ্র্য বিমোচনে শিক্ষা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমরা ২০০৬ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে চাই। ইতিমধ্যে দেশে শিক্ষিতের হার দুই বছরে ৪৭ ভাগ থেকে ৫৬ ভাগে উন্নীত হয়েছে। উচ্চ শিক্ষার মানের উন্নয়ন ঘটিয়ে একবিংশ শতাব্দীর প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকার প্রস্তুতি নিতে হবে। গতানুগতিকতা পরিহার করে অগ্রসরমান বিশ্বের নতুন ভাবধারার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হবে, পরিবর্তনকে

১১-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

প্রধানমন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মেনে নিতে হবে। তিনি শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসকে একটি ব্যাধি হিসাবে বর্ণনা করে বলেন, এই ব্যাধি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে কিছুটা সুস্থ করতে পেরেছি, সম্পূর্ণ নিরাময় করতে পারিনি। দলমত নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতা পেলে এই রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় করতে পারব। তিনি বলেন, অন্য কোন দলের কেউ অস্ত্র উঁচিয়ে আসলে আপনি কর্মীদের বিরত রাখতে পারবেন না। এতে সমস্যা সৃষ্টি হয়। আমরা চাই, এমন সংঘাত যাতে সৃষ্টি না হয়। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বাসিন্দারা আগে প্রতি রাতে গোলা-বারুদের শব্দ শুনে ঘুমাতেন। এখন প্রতি রাতে সেই শব্দ না হওয়ায় ঘুমে অসুবিধা হয় কিনা জানি না। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা জনগণের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের সরকারের আমলে সকল নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে। তিনি আদমজী নির্বাচনের কথা উল্লেখ করে বলেন, আদমজী মানেই সন্ত্রাসের ডিপো, লাশ-লাশ আর লাশ। এবার সেখানেও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী গতকাল (মঙ্গলবার) সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে বেগম জেবুন্নেছা ও কাজী মাহবুব উল্লাহ জনকল্যাণ ট্রাস্টের অর্থায়নে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে 'বঙ্গবন্ধু চেয়ার' প্রতিষ্ঠার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ পরিস্থিতি এবং দেশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বিষয়ে গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠিত বঙ্গবন্ধু চেয়ার গবেষণার স্বর্ণদুয়ার খুলে দেবে। তিনি বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু মুজিব নিজেই ইতিহাস। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস তিনিই রচনা করেছেন। তার লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন স্বাধীন জাতি হিসাবে পৃথিবীর বুকে স্থান করে নেয়া। প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করে বলেন, ইনশাল্লাহ জাতির জনকের সেই স্বপ্ন সমৃদ্ধ বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠ দেশ হিসাবে স্থান করে নিবে। নতুন প্রজন্ম গৌরবের ইতিহাস জেনে সমৃদ্ধ হবে।

অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু চেয়ার প্রতিষ্ঠার জন্য বেগম জেবুন্নেছা ও কাজী মাহবুব উল্লাহ ট্রাস্টের পক্ষ থেকে ট্রাস্টের সদস্য বেগম জেবুন্নেছা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরীর কাছে ২০ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর করেন। পরে প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গবন্ধু চেয়ারের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। ভিসি প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক। ট্রাস্টের বিচারকমণ্ডলীর সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর ডঃ আনিসুজ্জামান ট্রাস্টের কর্মকাণ্ড তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। ট্রাস্টের সদস্য সাংবাদিক আবেদ খানের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে ট্রাস্টের চেয়ারম্যান কাজী মাহবুব উল্লাহ স্বাগত বক্তব্য দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি প্রফেসর মোঃ শাহাদত আলী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু চেয়ার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করায় বেগম জেবুন্নেসা ও কাজী মাহবুব উল্লাহ ট্রাস্টকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, এমন সময়ে এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল যখন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছিল। মনগড়া তথ্য দিয়ে নতুন প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছিল। কিন্তু '৯০ সালে এ উদ্যোগ নেয়া হলেও দুঃখজনকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তখন এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। স্বৈরাচারের পতনের পর যারা ক্ষমতাসীন হয় তারাও কোন সিদ্ধান্ত নেননি। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু সারাজীবন মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম করেছেন। তার জীবন সম্পর্কে সত্যিকার গবেষণা করলে জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধাররা দিক-নির্দেশনা পেতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তার কর্মবহুল জীবন নিয়ে গবেষণা হয়নি। আজ সেই গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। শেখ হাসিনা বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাতির সকল সংগ্রামের সাথে জড়িত। তাই এখানে বঙ্গবন্ধু চেয়ার প্রতিষ্ঠা আশার আলো দেখায়। তিনি জাতির গৌরবময় ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণায় অন্যদের এগিয়ে আসার আহবান জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষীগত করে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটপাটের ধারা পরিবর্তন করতে পেরেছি। জনগণের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছি। এখন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ভোটের মাধ্যমে সরকারের পরিবর্তন হবে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে ২২টি উপনির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হয়েছে। পৌরসভা নির্বাচন বিরোধী দল বর্জন করলেও জনগণ বর্জন করেনি। তিনি বলেন, আদমজী মানেই সন্ত্রাসের ডিপো, লাশ, লাশ আর লাশ। জিয়ার আমলে সেখানে নির্বাচনে ৪টি লাশ পড়েছে, এরশাদের আমলে নির্বাচনে ৬টি লাশ পড়েছে। আরো কত লাশ আর রক্ত সেখানে ঝরেছে। কিন্তু এবার সেখানে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনভাবে ভোট প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ নিশ্চিত করার চেষ্টা করছি। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করে বলেন, আমরা ভাল কাজের জন্য উৎসাহ আশা করি। অনেক কষ্টে কাজ করার পর সমালোচনা হলে কষ্ট পাই। তিনি বলেন, আমরা বিরোধী দলে থাকাকালে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংসদে আলোচনা করার সুযোগ পাইনি। বর্তমান বিরোধী দলকে সব বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছি। কিন্তু যশোরে এতবড় হত্যাকাণ্ড ঘটার পরদিন বিরোধী দল সংসদে এ বিষয়ে আলোচনার দাবী জানায়নি। এ বিষয়টি বলার পর তারা পরে আলোচনার দাবী তুলে ওয়াকআউট করে। কিন্তু কেউ ট্রেন মিস করলে চেইন টেনে ধরাতে পারব না। ট্রেন আবার কখন স্টেশনে আসে সেজন্য অপেক্ষা করতে হবে।

ভিসি প্রফেসর আজাদ চৌধুরী আণবিক শক্তি কমিশনকে স্থানান্তর করে ঐ জায়গা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদান এবং টিএসসি'র উন্নয়নে সরকারের সহায়তা কামনা করেন।